The Daily Star | Special Supplement | অঙ্গসজ্জা ঃ ডন এ্যাডভার্টাইজিং লিঃ

বাণী

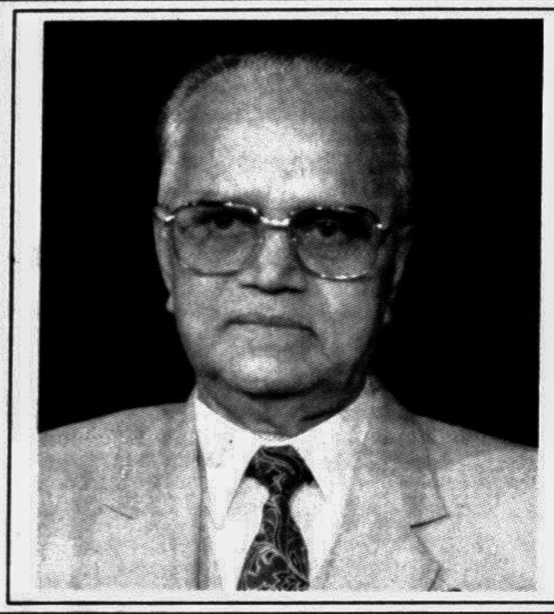

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে সকল শিশুকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশকে নেতৃত্ব দেবে। এদেরকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা আমাদের সকলের দায়িত্ব। শিশুদের জন্য সুন্দর ও নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার আহ্বান জানাই।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করেছে। শিশুদের মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে সকলকে সচেতন হতে হবে। এদের সুশিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সবাইকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঐকান্তিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে সচেতন থাকার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই।

সকল শিশুর জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হোক-এই কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

আজকের শিশুর মাঝে সুপ্ত আগামী দিনের সুনাগরিক। তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।
বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও গুরুত্বের সাথে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হয়। এই আনন্দমুখর দিনে সকল শিশুর প্রতি রইল আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসা।
জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে শিশুদের মাঝে তুলে ধরতে হবে, যেন তারা জাতির সঠিক ইতিহাস জানতে পারে। আমাদের স্বাধীনতার পটভূমি সম্পর্কে শিশুদের সম্যক ধারণা দিতে হবে। বিভ্রান্তি ও ইতিহাস-বিকৃতির কুজ্ঝটিকা থেকে মুক্ত করে তাদের সত্যের সন্ধান দিতে হবে।
বর্তমান সরকার জনগণের রায়ে দেশ ও জাতির সেবা করার দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে শিশুদের কল্যাণে বহুবিধ কর্মসূচী বাস্তাবয়ন করছে। তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী ব্যাপক কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত এলাকার কম সুবিধাভোগী শিশুরাও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে তাদের মেধা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারবে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের শিশুরা দেশ-বিদেশে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে জাতির জন্য সম্মান বয়ে আনবে-এই প্রত্যাশা আমরা সব সময় লালন করি।
শিশুদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিয়ে শিশুদের সাবলীল জীবন গড়ার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সকলের আন্তরিক ভূমিকা গ্রহণের আহবান জানিয়ে আমি শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের সকল আয়োজনের সার্থকতা কামনা করছি।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস ১৯৯৬

সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ
যগ্ম-সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বে শিশুদের অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে কোন সংগঠন ছিল না। জাতীয় পর্যায়েও শিশুর অধিকার তেমন গুরুত্ব পায়নি। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর হতে শিশুদের কল্যাণে উদ্যোগ গ্রহণ শুরু হয়। ১৯৫২ সালে আর্ন্তজাতিক শিশু কল্যাণ ইউনিয়ন (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার) জনগণের মধ্যে শিশুদের প্রতি দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা বিশ্বব্যাপী শিশু দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫৩ সাল হতে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হচ্ছে। ১৯৯০ সালে শিশু অধিকার সনদ এবং শিশুদের উন্নয়নের জন্য বিশ্ব কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার পর প্রতিবছর ২৯ সেপ্টেম্বর হতে শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হয়।

আগামী দিনের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শান্তি নির্ভর করে আজকের শিশু সমাজের ওপর। সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়তে হলে প্রয়োজন সুন্দর শিশু। কিন্তু শিশুরা জন্ম থেকেই বেঁচে থাকা, নিরাপত্তা ও পুষ্টিহীনতার সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিশ্বে প্রতিদিন নানা প্রতিরোধযোগ্য রোগে ৪০ হাজার শিশু মৃত্যুবরণ করে। বছরে ৫ বছরের কম বয়স্ক ১ কোটি ৪০ লক্ষ শিশু এবং ৬ লক্ষ গর্ভকালীন মাতার মৃত্যু হয়। ১৫ কোটি শিশু নিম্ন ওজনের এবং ২ কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। প্রতিদিন ১৫ কোটি শিশু অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটায়। আগামী বছরগুলোতে অসংখ্য শিশু এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে হারিয়ে যাবে। ১০ কোটি শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তার মধ্যে দু'তৃতীয়াংশ মেয়ে।

১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা, ১,৭৪,৯৩,০০০, ৫-৯ বছর বয়স্ক শিশু ১,৭৫,৯০,০০০ এবং ১০-১৪ বছর বয়স্ক শিশু ১,২৯,১৫,০০০। ১৫ বছর বয়স্ক শিশুর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪৫.১৫ শতাংশ। ১৮ বছরের কম বয়সের শিশুর সংখ্যা ৫ কোটি ৫৪ লক্ষ ২৯ হাজার ২২৭ জন-জনসংখ্যার ৫০.৬৩ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের শিশুদের অবস্থান সন্তোষজনক নয়। ১৯৯১ সনে মোট মৃত্যুর অর্ধেক ছিল শিশু। হাজার প্রতি মৃত্যুর হার ছিল ১২৫ জন। প্রতি হাজারে মাত্র ১০০ জনের কম জন্ম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রীর হাতে। প্রতি বছর প্রতিরোধযোগ্য রোগে ৫ বছরের কম বয়সের প্রায় ৮ লক্ষ ৭০ হাজার শিশু মারা যায়। তার মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ মারা যায় ডায়রিয়ায়। শতকরা ৭০ ভাগ শিশু পুষ্টিহীনতায় ভোগে। ভিটামিন 'এ' এর অভাবে প্রতিদিন ১০০ জন শিশু অন্ধ হয়ে যায়। আয়োডিনের অভাবে শতকরা ৩৮ জন শিশু বিভিন্ন রোগের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। দেশে ৬-১০ বছরের শতকরা ১৭ ভাগ শিশু আজো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না এবং যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যে ৬০ লক্ষ (৪০%) প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই স্কুল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৯০ সালে দেশে প্রায় ২৯ লক্ষ শিশু শ্রমিক ছিল যা শ্রমিকের শতকরা ১২ ভাগ। দেশে দারিদ্রের কারণে অধিকাংশ শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি বাসস্থান ও শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত। ১৯৯০ সালে তীব্র দরিদ্র পীড়নে জর্জরিত ১৫ বছর বয়স্ক সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪২ লক্ষ এবং ২০০০ সালে এ সংখ্যা হবে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর শিশু অধিকার সনদ (কনভেনশন অফ দ্য রাইটস অফ দ্য চাইল্ড) গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সনদ অনুস্বাক্ষর কারী প্রথম ২২টি দেশের অন্যতম। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট শিশু অধিকার সনদ অনুস্বাক্ষর করে। ১৯৯০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর হতে সনদের কার্যকারিতা শুরু হয়। শিশু অধিকার সনদে শিশুদের বয়স ১৮ বছর নির্ধারিত আছে।

শিশু অধিকার সনদে ৫৪ টি ধারা আছে এবং তার মধ্যে ৪১টি ধারা শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত শিশু অধিকারের মধ্যে রয়েছে ঃ-

- প্রত্যেক শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। জন্মের পরই শিশুদের নিবন্ধীকরণ, নামকরণ, জাতীয়তা অর্জনের অধিকার থাকবে।
- শিশুর স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশ, চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় অধিকার থাকবে।
- শিশুদের সংঘবদ্ধ হবার ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার থাকবে।
- শিশুর নিজস্ব গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না।
- শিশু প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও বিকাশের ব্যাপারে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের অভিন্ন দায়িত্ব থাকবে।
- শিশু সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্য লাভ, ব্যাধির চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সুবিধা ভোগের অধিকার স্বীকার করতে হবে। শিশু ও গর্ভকালীন মাতার মৃত্যুহার হ্রাস করতে হবে।
- শিশু শিক্ষা লাভের অধিকারকে স্বীকার করে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনা খরচে শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিতে হবে। শিশু শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য থাকবে ব্যক্তিত্ব, মেধা, মানসিক ও শারীরিক সামর্থের পরিপূর্ণ বিকাশ।
- গণমাধ্যমে শিশুদের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রচারে সুযোগ ও শিশুগ্রন্থ প্রকাশ করতে হবে।
- মানসিক প্রতিবন্ধী, বিশেষ অবস্থায় নিপাতিত ও শরণার্থী শিশুদের সুন্দর জীবন যাপনের নিশ্চয়তা থাকবে।
- শিশুদের প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন রোধ করতে হবে।
- শিশুদের প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন রোধ করতে হবে।
- শিশুদের যৌন উৎপীড়ন, অপহরণ, বিক্রি, বিদেশে পাচার প্রতিরোধ করতে হবে।
- শিশুদের পিতা-মাতার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।
- শিশুদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য জীবন মানের অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে।
- শিশু বিশ্রাম, অবকাশ যাপন, উপযুক্ত খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা থাকবে।
- শিশুদের মাদকদ্রব্য সেবন থেকে রক্ষা করতে হবে।
- অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশু অধিকার রক্ষা করতে হবে। প্রতিটি শিশুর সামাজিক বীমাসহ সামাজিক নিরাপত্তা থেকে উপকৃত হবার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। যুদ্ধকালীন সময় শিশুদের রক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশসহ সকল শরিক রাষ্ট্র শিশুদের উপরোক্ত অধিকার প্রদান এবং তা বাস্তাবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৯৯০ সালের ২৯-৩০ শে সেপ্টেম্বর তারিখে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত শিশুদের বিশ্ব সম্মেলনে বিশ্ব ঘোষণা বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। ২০০০ হাজার সাল পর্যন্ত শিশুর বাঁচা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য হলো ঃ (১) ৫ বছরের নীচে বয়স্ক শিশুদের ১৯৯০-এর মৃত্যুর হার এক তৃতীয়াংশ অথবা ১০০০ প্রতি ৭০ জনে নামিয়ে আনা, (২) গর্ভকালীন মাতার মৃত্যুর অর্ধেক হ্রাসকরণ, (৩) ৫ বছরের নীচে বয়স্ক শিশুদের অপুষ্টি অর্ধেক হ্রাসকরণ, (৪) নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালীর সার্বজনীন ব্যবস্থা, (৫) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা স্মার্তের হার শতকরা ৮০ জনে বৃদ্ধি করা, ৯৬) বয়স্ক নিরক্ষরতা অর্ধেক হ্রাস, (৭) বিশেষ অবস্থায় নিপাতিত শিশুদের নিরাপত্তা।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্ন বিষয়ে বিশ্ব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
(১) শিশু অধিকার সপ্তাহ বাস্তবায়ন, (২) শিশুর স্বাস্থ্য, (৩) খাদ্য ও পুষ্টি, (৪) মায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (৫) শিশুর পরিচর্যা, শারীরিক মানসিক বিকাশে পরিবারের ভূমিকা, (৬) প্রাথমিক শিক্ষা, (৭) বিশেষ অবস্থায় নিপাতিত শিশু, (৮) যুদ্ধকালীন শিশু নিরাপত্তা, (৯) শিশু ও পরিবেশ, (১০) দারিদ্র দূরীকরণ।

বাংলাদেশ ১৯৪৩ সালে এতিম বা বিধবা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রথমে শিশুর নিরাপত্তা ও কল্যাণমুখী কর্মসূচীর যাত্রা শুরু হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তর এতিম শিশু, দুস্থ শিশু, কিশোর অপরাধীদের সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের সরকার পুর্নবাসিত করেছে। ১৯৭২ সালে শাসনতন্ত্রের ২৮ (৪) ধারায় শিশুদের উন্নয়নের জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারবে। ১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সরকার শিশু আইন প্রণয়ন করেছে এবং এ আইনে ১৬ বছরের নীচে বয়স্ক ছেলেদের শিশু বলা হয়েছে। ১৯৭৬ সালে শিশুর সামাজিক ও বিকাশের লক্ষ্যে শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ৬৪টি জেলায় শিশু একাডেমীর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
১৯৯২ সালের ২রা জুন শিশুদের উন্নয়নের জন্য প্রগতি নামে কর্মপরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। দেশে বিদ্যমান মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য বিলোপের জন্য মেয়ে শিশু দশক (১৯৯১-২০০০) কর্মপরিকল্পনা সমতা প্রণয়ন করা হয়। শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অপুষ্টি রোধ ও শিশুর সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯৩ সাল হতে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছে। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী প্রাথমিক বিদ্যালয় উপস্থিতি বৃদ্ধি করেছে। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষা এস. এস. সি পর্যন্ত অবৈতনিক ও বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুর উন্নয়নে ইউনিসেফ, বিভিন্ন শিশু সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো বহুমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে সরকার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নারী শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৪ বছরের নীচে কোন শিশুকে পোষাক শিল্পে নিয়োগ করা যাবে না-এ মর্মে ১৯৯৫ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
সরকার ইতোমধ্যে শিশুর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংবিধানের মৌলিক নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এবং জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ১৯৯৪ সালে ৫ই ডিসেম্বর জাতীয় শিশুনীতি মন্ত্রীপরিষদ অনুমোদন করেছে। জাতীয় শিশু নীতির উলেখযোগ্য দিকগুলো হলো- শিশুদের জন্ম ও বেঁচে থাকার অধিকার, বিশেষ অসুবিধাগ্রস্থ্য শিশুদের উন্নয়ন। জাতীয় শিশু প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। জাতীয় শিশু নীতি বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৫ সালের ২০শে আগস্ট মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীকে সভাপতি করে ২৫ সদস্য াবশিষ্ট জাতীয় শিশু পরিষদ গঠন করেছে। পরিষদের কার্যপরিধি ঃ
(১) দেশের সকল শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশুর কল্যাণে সার্বিক নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন।
(২) শিশুর স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইনের সংশোধনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।
(৩) শিশু অধিকার সনদের সঠিক বাস্তবায়নকল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যবেক্ষন।

বাংলাদেশে ১৯৯০-১৯৯৫ সালে শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন অবস্থান

স্বাস্থ্য ও শিশু পরিচর্যা

লক্ষ্য ঃ ২০০০ সালের মধ্যে ১ বছরের নীচে বয়স্ক শিশুদের মৃত্যু ১৯৯০ সালের মৃত্যুর হারের এক তৃতীয়াংশ অথবা ১০০০ প্রতি ৫০ জনে হ্রাসকরণ, ৫ বছরের নীচে বয়স্ক শিশুদের মৃত্যু ১৯৯০ সালের মৃত্যুর হারের এক তৃতীয়াংশে অথবা ১০০০ প্রতি ৭০ হ্রাসকরণ।

অবস্থান ঃ ১৯৯০ সালে শিশু মৃত্যুর হার ছিল ১০০০ প্রতি ৯৪ জন এবং তা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৪ সালে দাঁড়ায় ৭৭জন, ৫ বছরের নীচে শিশুর মৃত্যুর হার ১৯৯০ সালে ছিল ১০০০ প্রতি ১৫১ জন এবং তা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৪ সালে দাঁড়ায় ১৩৪ জন।
লক্ষ্য ঃ মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর হার ২০০০ সালে ১৯৯০ সালের মৃত্যুর অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে।
অবস্থান ঃ ১৯৯০ সালে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর হার ছির ১০০০ প্রতি ৬ জন এবং ১৯৯৫ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১০০০ প্রতি ৪.৫৯ জন।
লক্ষ্য ঃ ২০০০ সালের মধ্যে ৫ বছরের নীচে শিশুদের পুষ্টিহীনতা ১৯৯০ সালের অবস্থান হতে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

অবস্থান ঃ কোন অগ্রগতি হয়নি। শতকরা ৬৯ জন শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে।
লক্ষ্য ঃ সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচী ২০০০ সালের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ শিশুদের টীকা দান।
অবস্থান ঃ ১৯৯৫ সালে ৮৪% শিশুদের টীকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
লক্ষ্য ঃ ২০০০ সালের মধ্যে সার্বজনীন নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালী নিশ্চিত করা।
বাস্তাবায়ন ঃ ১৯৯০ সালে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার ছিল ৮৯% এবং ১৯৯৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৭%। একই সময় পয়ঃপ্রণালীর ব্যবহার ২১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮% দাঁড়ায়।

'সবার জন্য শিক্ষা

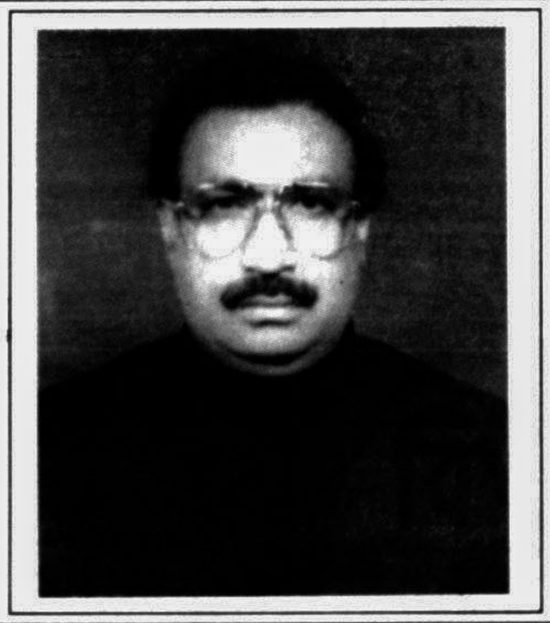

লক্ষ্য ঃ ২০০০ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে ৮০ ভাগ শিশুর শিক্ষার সমাপ্তি নিশ্চয়তা।
অবস্থান ঃ ১৯৯১ সালে শিশুর ভর্তির হার ছিল ৬৮.৭ বালক ৮৮.৯, বালিকা ৭৮.১।
১৯৯৫ সালের ভর্তির হার ৮৩.৬ বালক-বালিকার অনুপাত ঃ ৫৩-৪৭ বালক ৮৮.৯ এবং বালিকা ৭৮.০ শিশুদের শিক্ষা সমাপ্তিরহার ১৯৯১ সালে ছিল ৩৫.০ এবং ১৯৯৫ সালে ৬০.৪ (সম্মিলিত) (ছক ১ ও ২ দেখুন)

১৯৯৫-২০০০ সালের পরিকল্পনায় শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করছে। প্রতি বছর সবার আগে শিশু-এ অংগীকার সামনে রেখে জাতি "বিশ্ব শিশু দিবস "ও " শিশু অধিকার সপ্তাহ" উদযাপন করছে। শিশু অধিকার সনদ, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও বালিকা দশক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

সিরাজ উদ্দীন আহমেদ

ছক -১
শিশু অধিকার সনদ ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে শিশুদের উন্নয়নে অর্জিত সাফল্য ও ২০০০ সালের লক্ষ্যমাত্রা

স্বাস্থ্য ঃ	১৯৯০	১৯৯৫	২০০০ সালের লক্ষ্যমাত্রা
টীকা (০-১১ মাস)			
মিসলস (হাম)	৫৪%	৬১%	৯০%
ডিপিটি	৬২%	৭৩%	৯০%
পলিও	৬২%	৭৩%	৯০%
টিটেনাস (গর্ভবতী মা)	৭৫%	৮৬%	৯০%
ভিটামিন 'এ'	৬০%	৮১%	৯০%
ও আরটি ব্যবহার	২৪%	৬৬%	৯০%
আয়োডাইজড লবণ	০২%	৪৪%	৯০%
পুষ্টিহীনতা	৬৯%	৬৯%	৩৫%
নিরাপদ পানীয় জল	৮৯	৯৭	১০০
স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃপ্রণালী	২১	৪৮	৮০

সবার জন্য শিক্ষা — ছক -২

			বালক	বালিকা
১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সংখ্যা ঃ				
	১৯৯১	১,২৬,৩৫,৪১৯	৬৯১০০৯২	৫৭২৫৩২৭
	১৯৯৫	১৬,৭৮৪৩৪৩	৯১৩৪৬৩২	৭৬৪৯১১
২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির অনুপাত ঃ				
	১৯৯১	৭৪.৬	৮১.২	৬৯.৮
	১৯৯৫	৯২.১	৯৭.৮	৮৫.৮
৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেট ভর্তির অনুপাত ঃ				
	১৯৯১	৬৮.৭	৭৩.৮	৬৩.৫
	১৯৯৫	৮৩.৬	৮৮.৯	৭৮.১
৪। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদের শিক্ষা সমাপ্তির হার ঃ				
	১৯৯১	৩৫.০ (সম্মিলিত)		
	১৯৯৫	৬০.৪ (সম্মিলিত)		
৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ঃ			পুরুষ	মহিলা
	১৯৯১	২০৭৪৭৮	১৫৩৫৩৪	৫৩৯৪৪
	১৯৯৫	২৩৫১৮৬	১৭১৬৮৬	৬৩৫০০
৬। বয়স্ক শিক্ষার হার ঃ				
	১৯৯১	৩৪.৩	৪৪.৩১	২৫.৮৪
	১৯৯৫	৪২.০		

বাণী

শিশুদের সোনালী ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্য নিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী শিশু অধিকার সপ্তাহ ২৯ সেপ্টেম্বর-৫ অক্টোবর পালন করা হচ্ছে। আগামী ৭ অক্টোবর'৯৬ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব শিশু দিবস পালনের ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রতি বছরই আমাদের দেশে সরকারী উদ্যোগে শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় রয়েছে, ফলে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু সপ্তাহ পালনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিশুরা এখন আর ঘরের কোনে বন্দী থাকতে চায় না। "থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে' আজকের শিশুরা মুলমন্ত্র হচ্ছে এটি। দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সাথে নিজেদেরকে পরিচিত করে নিচ্ছে শিশু সমাজ। এটি একটি শুভ লক্ষণ।

মেধা বিকাশের সুযোগের সাথে শিশুদের মৌলিক অধিকার প্রদানের বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত খাওয়া-পরা, স্বাস্থ্য সেবা ও নিরাপদ বাসস্থানের সংস্থানসহ তাদের কলুষমুক্ত জীবন নিশ্চিত করার জন্য সবার আন্তরিক প্রচেষ্টা রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এ প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে ব্যক্তি বিশেষ থেকে শুরু করে শিশু সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সর্বোপরি সরকারের রয়েছে অপরিসীম দায়িত্ব।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চেয়েছিলেন। সোনার মানুষ পেতে হলে আমাদের শিশুদের যথার্থভাবে গড়ে তুলতে হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি আরো অনেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ, শিশু সংগঠন, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের আলোকে এদেশের শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের সাফল্য কামনা করছি।

ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন
প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপিত হয়। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বছরও ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৫ই অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শিশু অধিকার সপ্তাহ এবং ৭ই অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবস পালনের কর্মসূচী গ্রহন করেছে।
ভবিষ্যতের অমিত সম্ভাবনা হিসেবে শিশুরা জাতির অমূল্য সম্পদ। দেশ, কাল, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল শিশুর পরিচয় অভিন্ন। শিশুদের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ববোধ আর গভীর মমত্ববোধ থেকে উৎসারিত প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই আমরা প্রতিবছর শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করে থাকি। তাদের সার্বিক কল্যাণের ক্ষেত্রে বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপন ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টিতে অসীম তাৎপর্য বহন করে বলে প্রতীতি জন্মেছে।
শিশুদের উন্নয়নে ও অধিকার রক্ষায় বিগত দিনগুলোতে আমরা কতটুকু অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছি এবং আগামীতে কি কি সঠিক কর্মসূচী নেয়া দরকার তা পর্যালোচনা করে মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার জন্য বিশ্ব শিশু দিবস আমাদের আরও সচেষ্ট হতে প্রয়াসী করে তোলে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

এম. আকমল হোসেইন
ভারপ্রাপ্ত সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সৌজন্যে ঃ
অগ্রণী ব্যাংক
জনতা ব্যাংক
সোনালী ব্যাংক